কালের কণ্ঠ

2-6 JAN-2017

পৃষ্ঠা ... কলাম ...2...

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ

'ঝুনো' কমিটিই বাড়াচ্ছে উত্তাপ

আব্দুল্লাহ আল মনসুর, শাবিপ্রবি ▷

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখা ছাত্রলীগের কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে প্রায় তিন বছর আগে। কিন্তু এখনো হয়নি নতুন কমিটি। ফলে অন্তঃকোন্দল বাড়ছে। বিবদমান পক্ষগুলো প্রায়ই জড়াচ্ছে সংঘর্ষে। অথচ প্রশাসন সংঘর্ষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারছে না। সংঘর্ষের সময় পুলিশের সামনেই দেশীয় অস্ত্র হাতে মহড়া দেন ছাত্রলীগ নেতারা। সর্বশেষ গত শনিবার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিবদমান দুই পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে শাহপরাণ হলের অভ্যন্তরে মুখোমুখি অবস্থান নেয়।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গত কয়েক বছরে সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে শাবিপ্রবি ছাত্রলীগ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণার অন্যতম সেরা এ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে বারবার আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের অবস্থান না থাকায় ছাত্রলীগ নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়ায়।

ক্যাম্পাস ও ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ৮ মে সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থকে সভাপতি ও ইমরান খানকে সাধারণ সম্পাদক করে এক বছরের জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটি অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। তখন শাখা নেতাদের দ্রুত পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাত সদস্যের ওই কমিটি গঠনের কয়েক দিনের মধ্যেই পদবঞ্চিতদের হামলায় আহত হন সাবেক আহবায়ক সামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান খান। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শাবিপ্রবি ছাত্রলীগ নেতা উত্তম কুমার দাসকে সংগঠন থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়। এরপর ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে নেন সহসভাপতি অঞ্জন রায় ও বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা উত্তম কুমার দাস। ২০১৪ সালের ২০ নভেম্বর ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে নিতে সশস্ত্র অবস্থায় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থ, সহসভাপতি আবু সাঈদ আকন্দ, সাধারণ সম্পাদক ইমরান খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সবুজ ও তাঁদের অনুসারীরা। তারা সহসভাপতি অঞ্জন রায় ও উত্তম কুমার দাসের কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এদিন উভয় পক্ষের সংঘর্ষে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগকর্মী সুমন চন্দ্র দাস নিহত হন।

এর পর থেকে উভয় পক্ষের সমঝোতায় চলছিল ছাত্রলীগের কার্যক্রম। গত বছরের ৮ মে কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বছরের মাথায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, এ কমিটিতে ছাত্রদল, অছাত্র ও বিবাহিতরা স্থান পান। এর পর থেকে শুরু হয় অন্তঃকোন্দল। উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত, সংস্কৃতিকর্মী পেটানো, ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতিতে কতিপয় নেতার যুক্ত থাকার অভিযোগ, আলোচিত বদরুল-কাণ্ডসহ একের পর এক বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয় শাবিপ্রবি ছাত্রলীগ।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের একটি পক্ষে আছেন সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থ, সাধারণ সম্পাদক ইমরান খান এবং অন্য পক্ষে আছেন সহসভাপতি আবু সাঈদ আকন্দ, অঞ্জন রায় ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সবুজ।

ছাত্রলীগের বিবদমান পক্ষগুলোর সংঘর্ষের কারণে গত বছরের ৩১ আগস্ট ও ২১ ডিসেম্বর ক্যাম্পাস ও হল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় প্রশাসন। তা ছাড়া কয়েক বছরে ছোট-বড় মিলিয়ে পঞ্চাশের বেশি সংঘর্ষে জড়িয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। হলে অবৈধ অস্ত্র রাখা, ভর্তি না হয়ে হলে থাকা, ডাইনিংয়ে বিনা পয়সায় খাওয়া, উত্ত্যক্তকরণসহ নানা অভিযোগ ওঠে ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে।

মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে শাখা ছাত্রলীগের কার্যক্রম চলায় হতাশা প্রকাশ করেছেন জুনিয়র অনেক নেতা। তাঁরা মনে করেন, জ্যেষ্ঠ নেতারা চাইলে শিগগিরই নতুন কমিটি দিতে পারবেন। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শাখা ছাত্রলীগ নেতারাই নতুন কমিটি দিতে চাচ্ছেন না।

এদিকে ছাত্রলীগের হাতে ক্রমেই জিম্মি হয়ে পড়ছে শাবিপ্রবি প্রশাসন। বিভিন্ন অপকর্মে যুক্ত থাকলেও ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না প্রশাসন। ২০১৫ সালে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষক লাঞ্ছনার পর আরো 'অপ্রতিরোধ্য' হয়ে ওঠে ছাত্রলীগ।

ছাত্রলীগের এসব ঘটনা তদন্তে গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর শাবিপ্রবিতে তদন্ত কমিটি পাঠায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাজিব আহমেদ রাসেলের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি ক্যাম্পাসে এসে তদন্ত করে। তদন্ত প্রতিবেদন বিষয়ে জানতে চাইলে রাজিব আহমেদ রাসেল বলেন, এ বিষয়ে যা বলার বলবে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। তবে তিনি বলেন, শাবিপ্রবি ছাত্রলীগে সমন্বয়হীনতার খুব অভাব। গ্রুপিং বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটা গ্রুপকে সমর্থন করে। নানা ঘটনায় অভিযুক্ত শাবিপ্রবি ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। তাহলে গ্রুপিং নিরসনসহ ভালো পরিবেশ ফিরে আসতে পারে।

শাবিপ্রবি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও নেতাকর্মীরা জানায়, তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে নিশ্চয়ই ভালো কিছুর সুপারিশ করেছে। কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিলে আবারও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে ক্যাম্পাসে, এমনটাই প্রত্যাশা তাদের।

সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থ বলেন, ছাত্রলীগের বিবদমান দুই পক্ষ গত ২১ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে বসেছিল। তারা আর সংঘর্ষে জড়াবে না, সহনশীলতা বজায় রাখবে, মিলেমিশে থাকবে, নেতাকর্মীদের মধ্যে ঝামেলা বাধলে যেন আলোচনা করে সমাধা করা হয়—এসব বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিশৃঙ্খলা করলে শাবিপ্রবি প্রশাসন যেন ব্যবস্থা নেয় কর্তৃপক্ষকে সে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সমঝোতায় আসার বিষয়টি স্বীকার করে সাজিদুল ইসলাম সবুজ বলেন, অনেক সময় জুনিয়র নেতাকর্মীদের কারণে ক্যাম্পাসে ঝামেলা তৈরি হয়। ক্যাম্পাস যেন শান্ত থাকে সে বিষয়ে শাবিপ্রবি ছাত্রলীগ সচেষ্ট থাকবে। আর ছাত্রলীগের নামে কেউ ডাইনিংয়ে ফাউ (বিনা মূল্যে) খেলে যেন প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেয়।

সার্বিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন বলেন, শাবিপ্রবি ছাত্রলীগে এখন আর দ্বন্দ্ব নেই। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ পেয়েছে। পরে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা বসে সিদ্ধান্ত নেবেন। শাবিপ্রবি ছাত্রলীগের নতুন কমিটি গঠনে শিগগিরই সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানান।